রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়

নিম্নতম মজুরী বোর্ড

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৭ ভাদ্র, ১৪২১ বঙ্গাব্দ/০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং নিমবো/নিমনি/মৎস্য/২০১৩/৩৪৯—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ১৩৯(১) ধারা এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালা, ১৯৬১ এর ১৫(১) বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ, ২০১৪ জনসাধারণের/সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো যাইতেছে।

অত্র বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশের উপর যদি কাহারও কোন আপত্তি বা সুপারিশ থাকে তাহা হইলে উক্ত আপত্তি বা সুপারিশ লিখিতভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ বরাবর পাঠাইতে হইবে। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর বোর্ড প্রাপ্ত আপত্তি বা সুপারিশ বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট সুপারিশ উপস্থাপন করিবেন।

মোঃ শহীদুল্লাহ বকাউল
চেয়ারম্যান (জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

"মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প

খসড়া সুপারিশ-২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অধিশাখা-৬ কর্তৃক স্মারক নং (i) ৪০.০০.০০০০.০১৬.৩২.০১৭.১২.২৫৫ তারিখ ঃ ১৫ এপ্রিল, ২০১৩খ্রিঃ ও (ii) ৪০.০০.০০০০. ০১৬.৩২.০১৭.১২.২৮১ তারিখঃ ০৪ আগস্ট, ২০১৩খ্রিঃ মূলে "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উক্ত শিল্প সেক্টরে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এস, আর, ও নং ৬৭-আইন/২০১৩ তারিখ ঃ ১০ মার্চ, ২০১৩খ্রিঃ এর প্রজ্ঞাপন দ্বারা "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য নিয়োগ করা হয়।

অতঃপর নিম্নতম মজুরী বোর্ড "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে অবস্থিত "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সরেজমিনে পরিদর্শনকরতঃ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং একাধিক বৈঠকে মিলিত হন। এতদ্ব্যতীত বোর্ড "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার নির্ধারণের নিমিত্ত শ্রমিকদের জীবন যাপন ব্যয়, জীবন যাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৩৯ ধারা এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালা, ১৯৬১ এর ৭(১) বিধি মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত খসড়া সুপারিশ পেশ করিতেছেন ঃ

১। বাংলাদেশে অবস্থিত "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন পদবী, কাজের ধরন ও প্রকৃতি, চাকুরীকাল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে যথাক্রমে: গ্রেড-১, গ্রেড-২, গ্রেড-৩, গ্রেড-৪, গ্রেড-৫, গ্রেড-৬ ও গ্রেড-৭ এই ০৭ (সাত) শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া পদবিন্যাস ও শ্রেণিবিভাগ করা হয় যাহা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত তফসিল "ক" তে বলা হইয়াছে। যদি কখনও এই সুপারিশে উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোন পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে সংযোজিত হয়, তবে উহা যথাযথ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

২। "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের মাসিক ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি নির্ধারণ করা হয় যাহা সংযোজিত তফসিল "ক" তে বলা হইয়াছে।

৩। তফসিল "ক" তে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৪। এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিল "ক" তে বর্ণিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্ত করিবেন এবং মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল "ক" তে উল্লিখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে, অর্থাৎ, প্রদেয় মজুরী ঘোষিত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিকহারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকর্তা/মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরে যদি কোন শ্রমিক কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিকও বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২(৬৫) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত নিয়োগকারী কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদার মালিকের ন্যায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ধারা ১৫০ এবং ধারা ১৬১ মোতাবেক একই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোন শ্রমিকের কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিকপক্ষের উপর বর্তাইবে। কন্ট্রাক্টর/ঠিকাদার নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত মজুরী অপেক্ষা কোনক্রমেই কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৭। "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের তফসিল "ক" তে উল্লিখিত শ্রমিকগণ বর্তমানে যেই গ্রেডে আছেন সে গ্রেডেই স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদের স্ব স্ব মজুরী সুপারিশকৃত মজুরী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কোন শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৮। যদি "মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ" শিল্প সেক্টরের মালিক শ্রমিকগণকে ফূরণভিত্তিক (Piece Rate) মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পান।

৯। তফসিল "ক" তে উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও সুবিধাদি ছাড়াও শ্রমিকগণ কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা/ভাতা পাইয়া থাকেন তাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩৩৬ মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

১০। এই সুপারিশের কোন অংশ প্রচলিত আইনের সহিত সাংঘর্ষিক হইলে সেই অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। কার্যকাল দেশের প্রচলিত/প্রযোজ্য শ্রম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ শহীদুল্লাহ বকাউল)
চেয়ারম্যান (জেলা জজ)
নিম্নতম মজুরী বোর্ড, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোঃ কামাল উদ্দীন)
নিরপেক্ষ সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ)
মালিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য

স্বাক্ষরিত/-
(ফজলুল হক মন্টু)
শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য

স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন

(মসিউর রহমান চৌধুরী)
সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকপক্ষের সদস্য

স্বাক্ষরদানে বিরত থাকেন

(মোঃ খোরশেদ আলম)
সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকপক্ষের সদস্য

তফসিল "ক"

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মূল মজুরী টাকা	বাড়ী ভাড়া ভাতা টাকা (মূল মজুরীর ৪০%)	চিকিৎসা ভাতা টাকা	সর্বমোট টাকা
গ্রেড-১	৯,০৫০/-	৩,৬২০/-	৫০০/-	১৩,১৭০/-

১। বসন

গ্রেড-২	৮,৫০০/-	৩,৪০০/-	৫০০/-	১২,৪০০/-

১। ট্রল অপারেটর
২। ফিস মাস্টার
৩। ইঞ্জিন ফিটার/মেকানিক

গ্রেড-৩	৭,৯০০/-	৩,১৬০/-	৫০০/-	১১,৫৬০/-

১। ট্রল এসিসটেন্ট
২। ফিস এসিসটেন্ট
৩। প্রসেস এসিসটেন্ট

গ্রেড-৪	৬,৫০০/-	২,৬০০/-	৫০০/-	৯,৬০০/-

১। নাবিক-এ
২। পাচক-এ
৩। গ্রিজার-এ

গ্রেড-৫	৫,৩৭৫/-	২,১৫০/-	৫০০/-	৮,০২৫/-

১। নাবিক-বি
২। পাচক সহকারী
৩। জুনিয়র গ্রিজার

গ্রেড-৬	৪,৫০০/-	১,৮০০/-	৫০০/-	৬,৮০০/-

১। নাবিক-সি
২। অয়েলম্যান

গ্রেড-৭	৩,৪০০/-	১,৩৬০/-	৫০০/-	৫,২৬০/-

১। নাবিক-ডি/শিক্ষানবিস

*** অন্যান্য সুবিধাদিঃ**

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী প্রাপ্য হইবেন।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd